প্রান
চাচা চৌধুরী ও
রাকার প্রতিশোধ
ডায়মণ্ড
কমিকস্
B-21 10.00
এই
কমিকসের
সঙ্গে স্টিকার
ফ্রী

চাচা চৌধুরী ও রাকার প্রতিশোধ

আমার মনে আছে হে গপোল দেবতা, ডাকাত দের নেতৃত্ব যখন রাকার হাতে ছিল, প্রত্যেক পূর্নিমা রাতে যখন চাঁদের আলো সাদা ওড়নার মত এই জঙ্গলে ছেয়ে থাকতো তখন তোমায় নররক্তে স্নান করানো হত।

...তারপর নর মুন্ড মালা দিয়ে তোমায় সাজানো হত। তখন তুমি আনন্দে মেতে উঠে ডাকাতদের ওদের সাফল্যের আশীর্বাদ দিতে

এখন সেসব হয় না তাই আজ গপোল দেবতা উদাস। এই জঙ্গলও আজ নির্জন আর আমার মনও উদাস হয়ে আছে। এ সমস্ত আমাদের সরদার রাকার চলে যাওয়ার ফলে হয়েছে। কারন চাচাচৌধুরী রাকাকে সমুদ্রে ফেলিয়ে দিয়েছিল।

চাচাচৌধুরীর বাড়ীতে...

গিন্নি আমার মোটা লাঠিটা কোথায়? অনেক দিন হ'ল ওটাকে দেখতে পাইনি।

বহুদিন যাবৎ কোনও চোর ছ্যাচোর ঘরে ঢোকেনি তাই ওটার দরকার পড়েনি।

কেন? এই একহপ্তা আগেই তো একটা লোক আমাদের বাড়ীতে সিঁদ কাটবার চেষ্টা করেছিল।

ও ছিল এক আনাড়ী চোর। মাথায় দু ঘা বেলনা পড়তেই ল্যাজ তুলে পালালো।

যাই হোক ব্যবহার না করলে জিনিস বেকার হয়ে যায়। আর লাঠির প্রয়োগ কোথাও না কোথাও করতে ত হবেই।

বেশি হয়তো ফালতু জিনিস রাখার স্টোররুমে হয়তো ওটা পড়ে আছে।
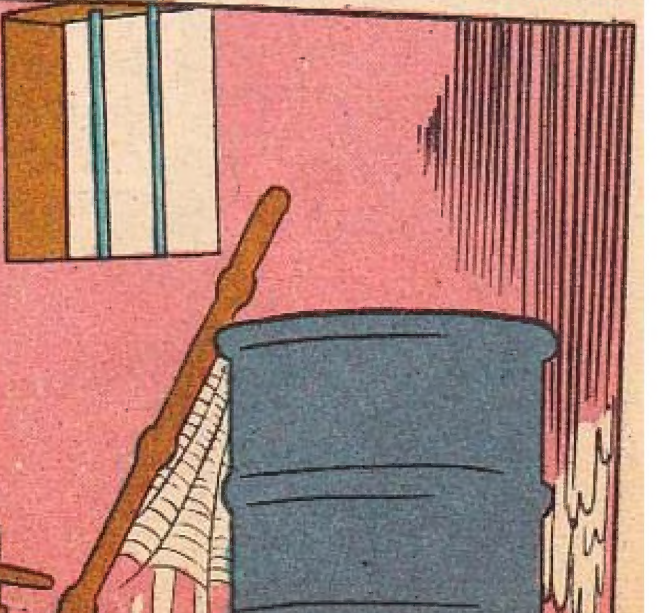
এই লাঠিটা নিয়ে শহরে একটা চক্কর দিয়ে আসি। অনেকদিন হ'ল এতে হাওয়া লাগেনি।
আর এদিকে এক গলির কোণে....।

তড় ড় ড় ড়

পালাও !

চাচা চৌধুরী ! আজ তোমার জীবনের শেষ দিন। পালাবার কোনও পথ নেই।

কোথায় গেল বদমাসটা ?
আচ্ছা ? প্রান বাঁচাবার তালে ম্যানহোলের ভেতরে ঢুকেছ। চাচা চৌধরী এবার তুমি ফেঁসে গেছ।
তড়ড়ড়ড়!!
ধড়াক
ওফ !
ধন্যবাদ চৌধরী! এই অকাটটা অনেকদিন ধ'রে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে ছিল।

ইন্সপেক্টর সাহেব একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না যে ডাকাতটার কাছে স্টেনগান ছিল আর চাচাজীর হাতে ছিল সামান্য লাঠি, তাও জিৎ চাচাজীরই হল কেন?
কেননা চাচাচৌধরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

হিংস্র ডাকাত রাকা বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্য্যের এমন অদ্ভুত আরক খেয়েছিল যার ফলে ও মরতে পারবে না আর গুরু বজ্রদেবের দেওয়া নিদ্রাফল খেয়ে ও ঘুমিয়ে ছিল। সাবু এই অবস্থায় ওকে সমুদ্রে ফেলে দেয়, সেখানে এক বিশাল তিমি মাছ ওকে গিলে ফেলে দিনের পর দিন সমুদ্রে এখানে সেখানে ভাসতে থাকে।
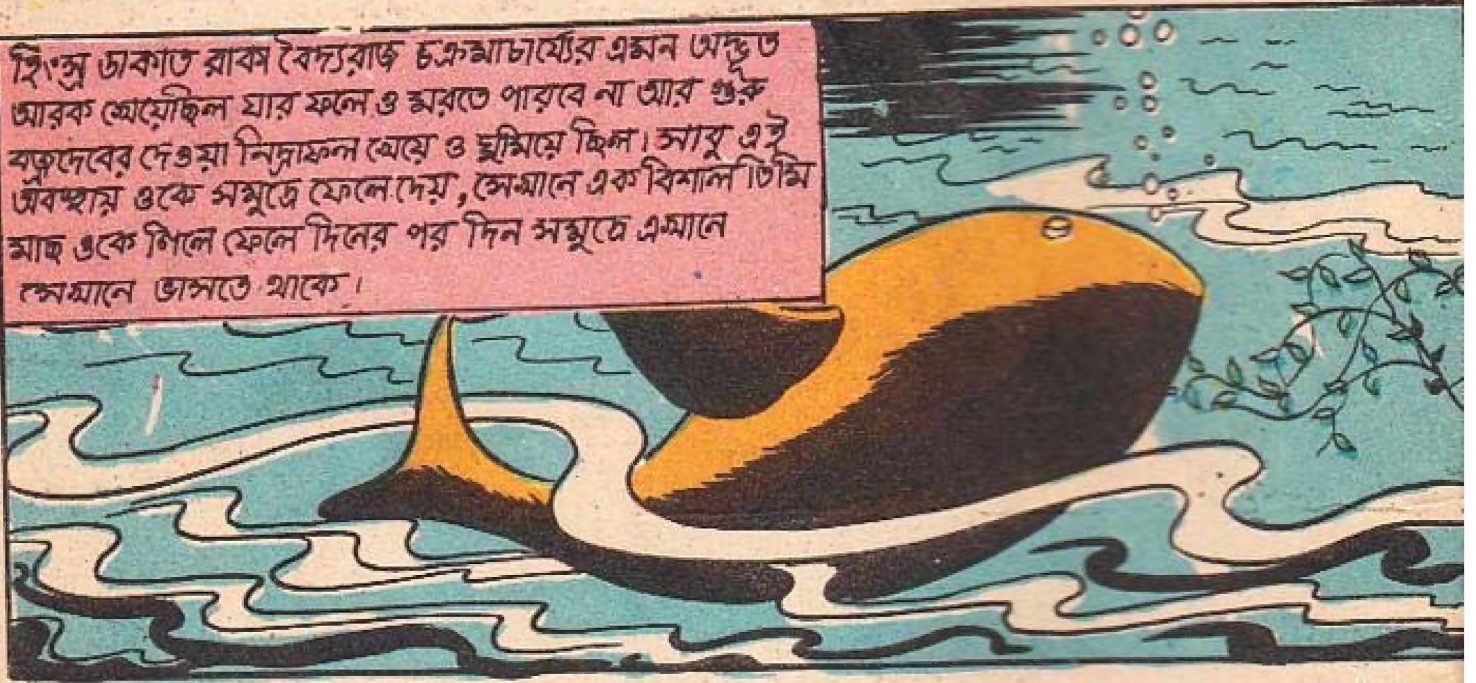
রাকা তিমি মাছের পেটে অচৈতন্য অবস্থায় ছিল
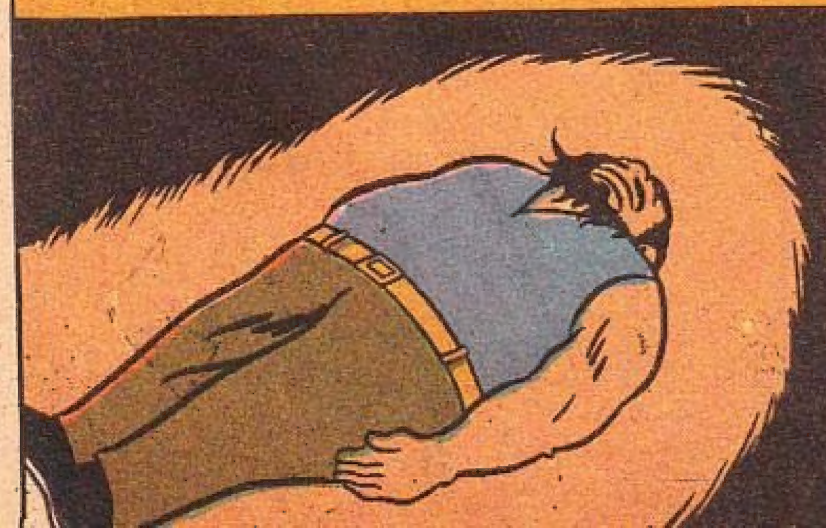
একদিন হটাৎ রাকার ঘুম খুলে যায় আর সেই নিদ্রাফল পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে।

মাছের পেটে শুয়ে শুয়ে রাকা চোখ খোলে।
ওহো! আমি কোথায়? এখানে তো সব অন্ধকার।

রাকা আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোবার রাস্তা খুঁজতে থাকলো।

শেষ পর্য্যন্ত ও মাছের মুখ খুলে বেরিয়ে আসতে সফল হ'ল।

কানাইরাম, এই কুকুরটা কাঁদছে কেন?
কুকুরের কান্না কোনও ভীষণ বিপদ আসার পূর্বলক্ষণ হয়।
বু-হুহুহু!!

হে ভগবান! আসন্ন বিপদের হাত থেকে মনুষ্য জাতিকে রক্ষা করো।

রাবণ সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে উঠলো

সমীর! জলের নিচে অদ্ভুত রকমের আলোড়ন হচ্ছে।
নিখি! নিশ্চিন্ত মনে নৌকা ভ্রমণের আনন্দ কর। সমুদ্রের জলে আলোড়ন ত হবেই।

ওহো! একী!
নিখি সাবধান!

যাও! দুজনে জলে গিয়ে মাছের খাদ্য হও!

চাচাচৌধুরী আর সাবু আমার অনেক ক্ষতি করেছে। ওদের প্রতিশোধ নেব। যদি আমি মানুষ মারা শুরু করি তাহলে চাচাচৌধুরী ওদের বাঁচাতে নিশ্চয়ই আসবে।

FILM
STARRING
এই সিনেমাটা হাউস ফুল যাচ্ছে।
কিন্তু এটা তোমাদের জীবনের শেষ ফিল্ম হবে।

আগুন কোথায় পাই ?
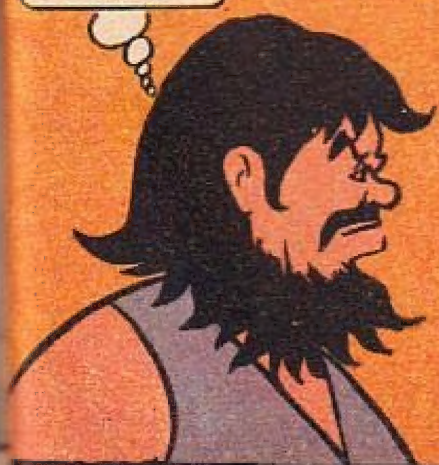
হ্যাঁ পেট্রোলে আগুন ভাল লাগবে। আমার মনোরঞ্জনের জন্যে ওই হলে এই শো অর্পই জমবে।
INDIAN OIL
IND

ভেতরে দর্শক সিনেমা দেখতে মশগুল।
রীতা! চলো আমরা কোথাও দূরে চলে যাই যেখানে আমরা ছাড়া কেউ থাকবে না।
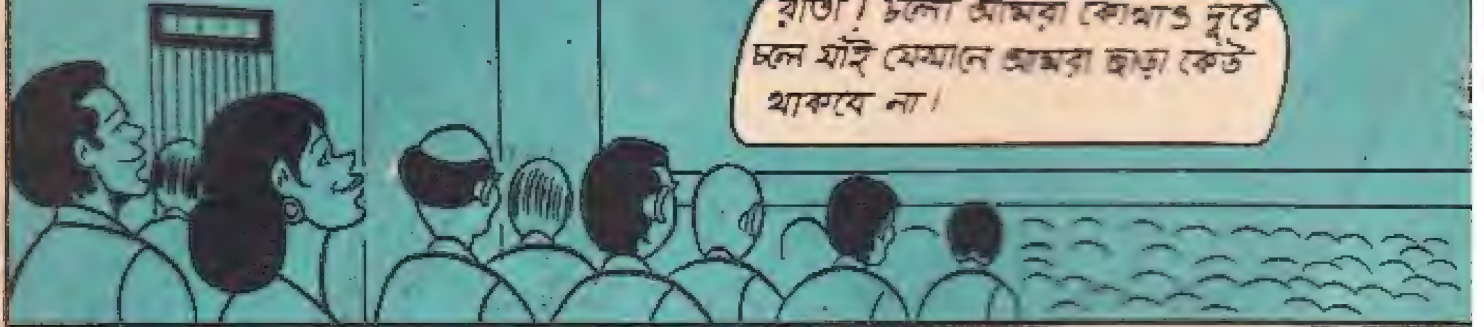
এই হলটা জ্বালাবার জন্য এই পেট্রোল যথেষ্ট।

এরচেয়ে জলসা শো হয়তো কখনও এই হলে হয়নি।

আর রাবণ পেট্রল ভেজা হলে আগুন ছোঁয়াতেই সমস্ত হল ধু-ধু করে জ্বলে উঠলো।

হাঃ হাঃ এটাকোনও
ছবির দৃশ্য নয়, বরং এটাই
হলো জীবনের আসল ছবি

বাঁচাও
রাকা নিজের কায়দায় ফিল্ম বানায়। তোমরা সবাই শিল্পী আর আমি তোমাদের জয়রেক্টর।

পরের দিন চাচাচৌধুরীর বাড়িতে।
চাচাজী খবরের কাগজে এমন কি খবর দিয়েছে যা আপনি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে চাইছেন?

সাবু যা হয় দুটো খেয়ে নিয়ে কোমর কষে তৈরী হও।

কেন? শহরে কি কোনও দঙ্গল হচ্ছে?

না! খবরের কাগজে লিখেছে যে হিংস্র রাকা ফিরে এসেছে আর ও একটা সিনেমা হলে আগুন লাগিয়ে দেয় যাতে পাঁচশো দর্শক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ওই শয়তানটা আবার সর্বনাশ করবে?

অতে কোনও সন্দেহ নেই ওই লোকটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইবার শয়তানটাকে একেবারে শেষ করে দেব।

সত্যি। তাই যদি করতে পারতাম! কিন্তু চক্রমাচার্য্যের ওষুধ প্রত্যেক বার আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
আমাকে রাকার কাছে নিয়ে চলো।
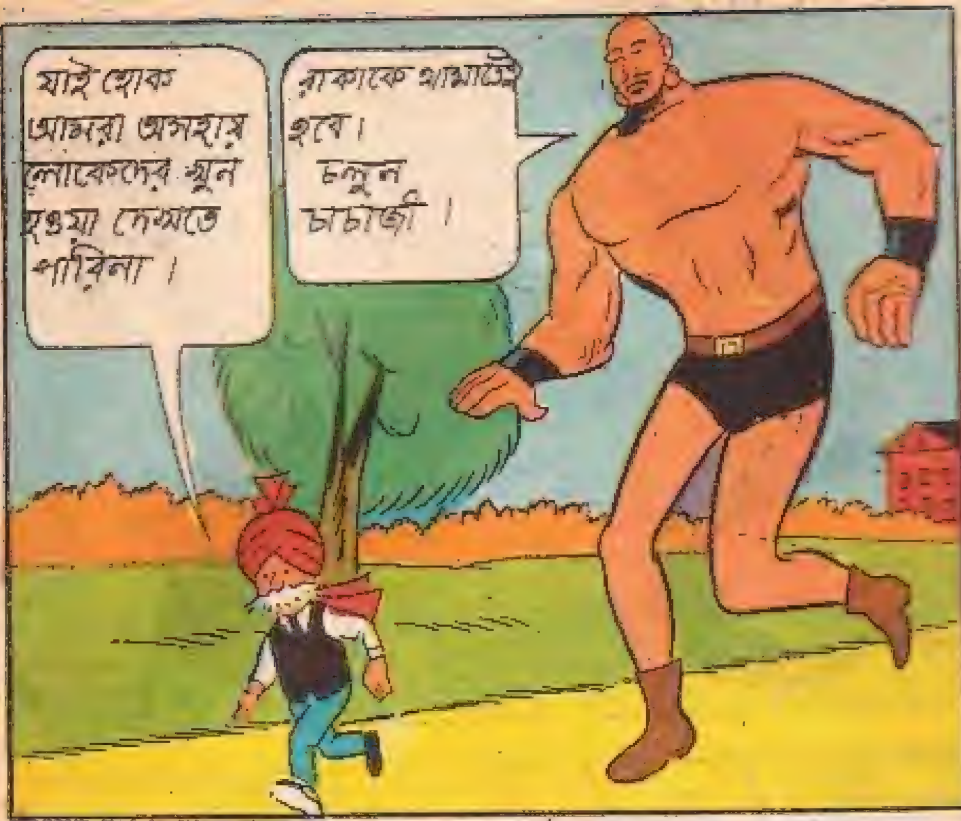
যাই হোক আমরা অসহায় লোকেদের খুন হওয়া দেখতে পারিনা।
রাকাকে থামাতেই হবে। চলুন চাচাজী।
যদি আমরা কোনও গাড়ী পেতাম তাহলে রাকার কাছে পৌঁছানো সহজ হত।
আমি সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে দেখছি।
যদি ওটা পাওয়া যায় তাহলে ত খুবই ভাল হয়।
আরে ভাই লখানসিং! আমরা রাকার কাছে যাওয়ার জন্যে তোমার ট্রাকটা চাই।
চাচাজী তোমার জন্য জান কবুল
কিন্তু এই ট্রাকটা আর চলবেনা!
কেন?

কেননা ট্রাকের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে।
চাকায় হাওয়া ভরানো আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।

সাবু! একটু চাকায় হাওয়া ভরে দাও।

আর চাকায় হাওয়া ভরতে শুরু হল।

আ-রে-রে-রে সাবু থামো।
কেন?

তুমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হাওয়া ভরে দিয়েছ।
হাঃ হাঃ সাবু তোমার জোড় নেই।

চাচাজী চিন্তালেই চাকার হাওয়া বের করা শক্ত নয়।

নাও, এখন হাওয়া ঠিক আছে। তোমরা যেখানে ইচ্ছা ট্রাক নিয়ে যেতে পারো।

চাচাচৌধুরী আর সাবু রওনা হ'ল।
হে ভগবান! শয়তান রাকার সঙ্গে লড়বার জন্য এদের শক্তি দাও!
চাচাজী একটু সংগীত বাজান।

ওদিকে....
স্যর! এ সেই লোক যে কালকে সিনেমা হলে আগুন দিয়েছিল আজকেও শহরে খুন জখম করছে।
এ ত রাকা এই অমঙ্গলটা ফেরৎ এল কি করে?

এ কোনও
পুরোনো
আসামী মনে
হচ্ছে।
রাকা! নিজেকে
পুলিশের হাতে
সমর্পণ
কর।

ঠিক আছে
ইন্সপেক্টর
নাও।
আহ!

তোর এত
স্পর্ধা!
আমাদের
অফিসারের
ধাঁয়

তোমরা সহজে
নবে না। এই
নাও।
POLICE
র উপর গুলির কোনও ফলাফল
ই। পালিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ততক্ষণে দেরী
হয়ে গেছল। জীপ
দাউ দাউ করে
জ্বলছিল।
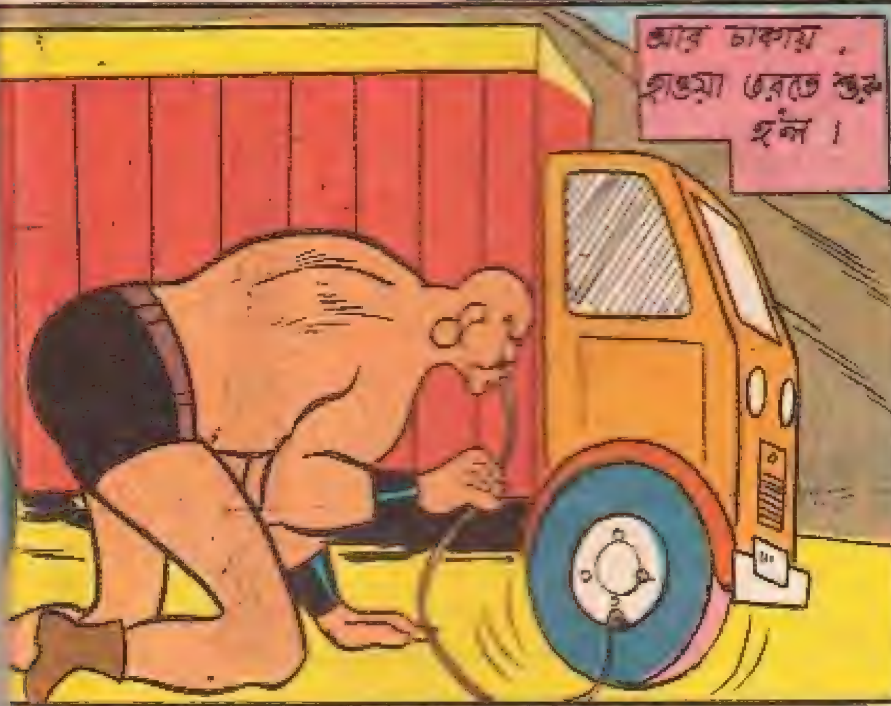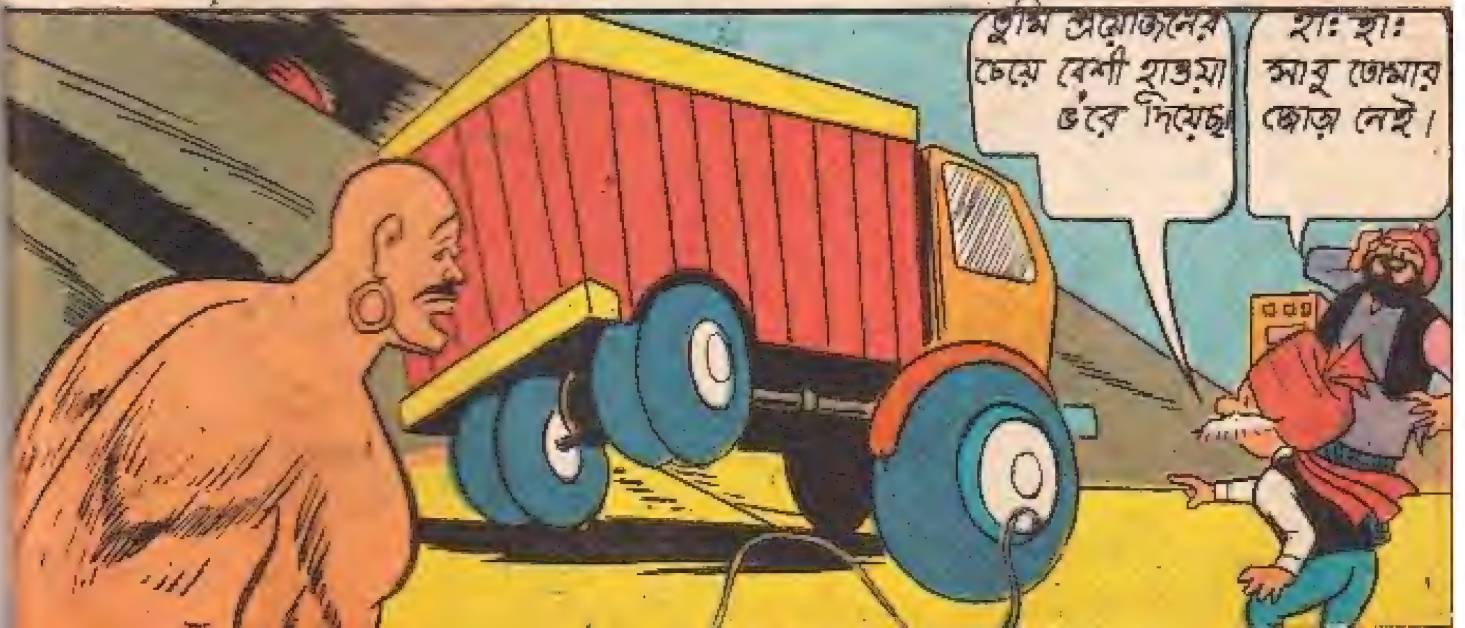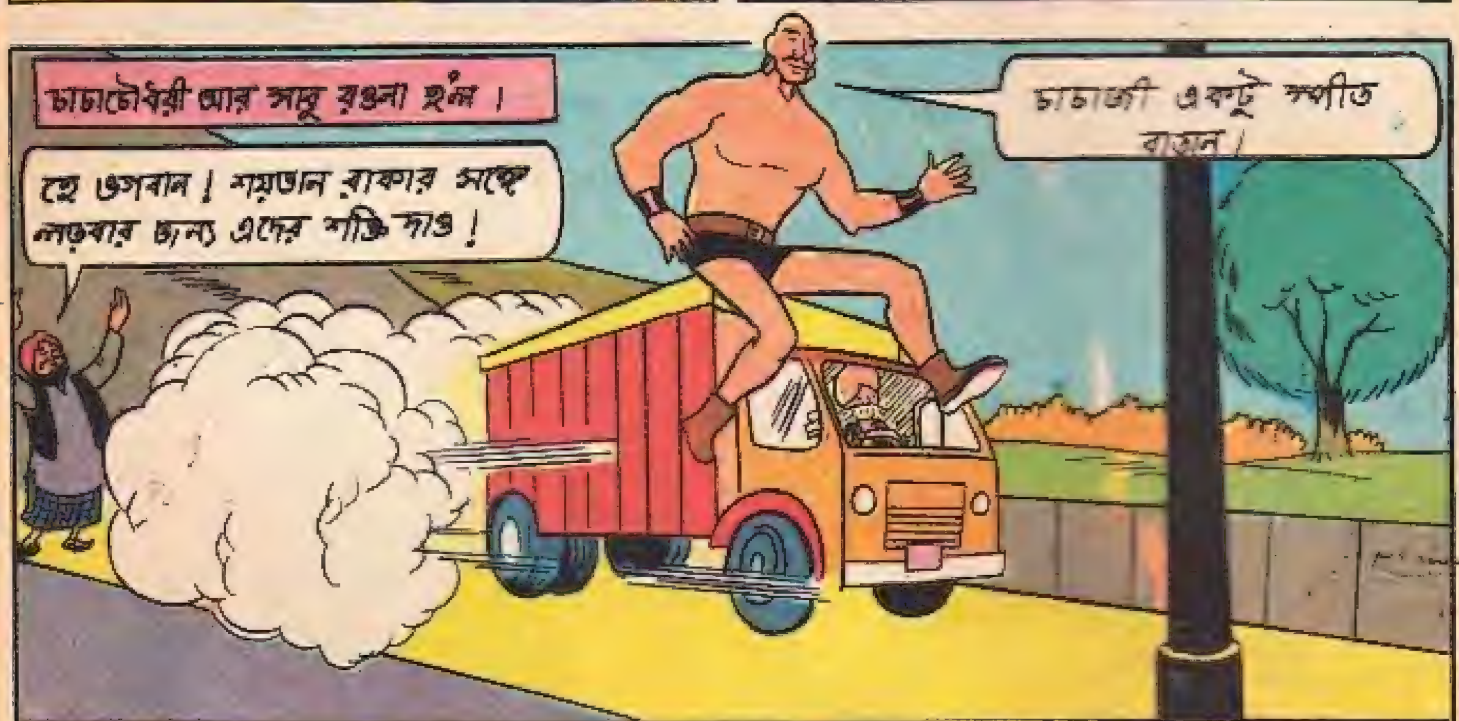
হোঃ হো
সমস্ত শহর পুড়িয়ে ছাইয়ের ঢের করে দেব। প্রতিশোধ!
ওদিকে চাচাচৌধুরী আর সাবু এগিয়ে যাচ্ছিল
সামনে সেই শহর যেখানে রাকা হাহাকার সৃষ্টি করেছে।
এই যে প্রফেসর গোডবলে আসছেন উনি আমার বন্ধু। এই শহরের বাসিন্দা আর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। উনি হয়তো বলতে পারবেন যে রাকা শহরের কোন দিকে আছে।

প্রফেসর গোডবলে আমরা রাকার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছি
চৌধুরী! রাকা অগুনতি লোককে মারছে। যদি ওকে থামানো না যায় তাহলে দুচার দিনের মধ্যে...

এই সুন্দর শহরটা শ্মশান হয়ে যাবে। আমি একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছি ওটা দেখে যাও।

পরে কোনও সময়ে। আমরা এখানে
দেরী করবো ততক্ষণে রাকা আরও
লোককে মেরে ফেলবে।
কিন্তু আমার আবিষ্কার রাকার বিরুদ্ধেই করা।
তুমি জানো যে রাকাকে ছাড়া
না। আমার এই নতুন আবিষ্কার
বেকার আর বিবশ করতে পারবে।
তুমি দেখে নেও চৌধুরী।
ভালো কথা! সাবু এস গিয়ে দেখা যাক প্রফেসর গোডবলে কি জিনিষ বানিয়েছেন।
ব্যস! এই এক মামুলী খাঁচা! প্রফেসর তুমি আমাদের দামী সময় নষ্ট করলে।
এটা কোনও মামুলী খাঁচা নয়। আমি এক নতুন ধাতু আবিষ্কার করেছি এই খাঁচার শিকগুলো সেই ধাতুর তৈরী।

দেখ! আমি এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমাটা এর ভেতর রাখছি।
এইবার রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ওটাকে বিস্ফোরণ করছি।
কড়ড়ড়ম
তোমার আবিষ্কার সত্যিই অদ্ভুত খাঁচার একটা শিকও বেঁকে যায়নি
আর ওদিকে যে পাথরের দেওয়াল ছিল সেটাকে দেখ।
বন্ধু! বাঘকে ভেতরে বন্ধ করার জন্য এই অদ্বিতীয় খাঁচাটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাকাকে এই খাঁচায় ভরবেন কি করে ? ওকে কি এখানে উড়িয়ে আনতে হবে ?
না ও নিজেই এখানে হেঁটে আসবে
আমরা রাকার সবচেয়ে বড় শত্রু। ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে।
আর যখন রাকা জানতে পারবে যে আমরা এখানে আছি তখন আমাদের মারতে এখানে আসবেই
একেবারে নিশ্চিত আবু ! তোমার মাথায় সবই ঢোকে তবে একটু দেরীতে। এবার রাকা একবার এখানে এলেই ওকে খাঁচায় ঢোকানো আমাদের কাজ

প্রফেসর গোডবলে! আমি এমন একজন লোক চাই যে রাকাকে গিয়ে বলতে পারে যে ওর এক নম্বর দুশমন এখানে রয়েছে।
অন্য লোক কেন, এই কাজটা আমিই করতে পারি।

না! তুমি একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে পারিনা। রাকা হিংসা ও বিদ্বেষে জ্বলছে। ও অনেক কিছুই করতে পারে।

চিন্তা কোরোনা চৌধুরী। লক্ষ লক্ষ নির্দোষ লোককে বাঁচাতে হলে কাউকে ত নিজেকে বলি দিতেই হবে, কেননা এই পুণ্যের কাজটা আমিই করি?

প্রফেসরের গাড়ী রাকাকে খুঁজতে শহরের দিকে গেল।

সমুদ্রের পাড়ে।
যার হাত থেকে বলটা পড়ে যাবে তার ওপর এক পয়েন্ট চড়ে যাবে।
এই খেলায় কত আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে
হা! হা

একটু দূরে····
হো! হো!
হা! হা!
এরা কারা আমার আরামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে ?

শোনো, আকন্তের দল! তোমাদের চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তোমাদের এর সাজা ভুগতে হবে।

তোমাদের এমন জায়গায় পাঠানো যাক যেখানে তোমরা চেঁচামেচি করতে পারবেনা।

যাও জলে গিয়ে হাবুডুবু খাও !

তোমাদের মধ্যে যে কেউ পাড়ে উঠে আসবে আমি তাকে গলা টিপে মারবো।
এখন কি হবে?
আমাদের বাঁচা মুশকিল।

তখনই...
বাঁচাও! বাঁচাও!

কুমীর নিজের এলাকায় আসা শিকার ছাড়তে চায় না, ও মেয়েটাকে জলের নীচে টেনে নিয়ে গেল।

হাঃ হাঃ এক এক করে চারজনই শেষ হয়ে গেল।

আমার তলোয়ারটা। এখনো আমাকে অনেকের হিসাব চুকাতে হবে। যদি কেউ আমাকে বলতে পারত যে লালপাগড়ীওয়ালা আর তার সাথী কোথায় হবে?

লোকেরা ভয়ে আমাকে দেখে পালায়। আর এই গাড়ীওয়ালা আমার কাছে নিজেই মরতে এল।

বুড়ো! তুই তোর প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই নাটক করছিস না তো?
বাবা! আমি কখনও মিথ্যা বলিনা

তাহলে দেরী না ক'রে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলো।
আমার গাড়ীর পেছনে পেছনে এসো।

আমার তাড়াতাড়ি দৌড়ানো উচিৎ, এই গাড়ীটা চোখের আড়াল হয়ে গেলে আর কাকে পাব যে আমাকে চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাবে।

প্রফেসর গোডবলে ব্লাবককে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্ল্যান সফল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।
আমার দুশমন সত্যিই এখানে আছে।

ছুঁচো! প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে কোনরূপ উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকে আর মরে। তুমি আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছ, এখন তোমার কর্তব্য শেষ। এবং তোমার জীবনেরও শেষ দিন শেষ হইল।
না রাকা!
রাকা আজ পর্যন্ত কাউকে ছাড়েনি।
ইশ্! শয়তানটা প্রফেসরকে মেরে ফেললো।
লালপাগড়ী এবার তোর পালা।
মন তুমি আর
সব করতে
রবে না।
তুই আবার মাঝখানে এলি, দাঁড়া আগে তোর মাথা কাটছি।
সররর্যাট
বেঁচে গেছি।

এলোপাথাড়ি তলোয়ার ঘুরাতে লাগলো।
এইবারও ফসকে গেছে।

ওহো! আমি বসে না পড়লে তলোয়ারের ঘায়ে আমার মাথা ফাঁক হ'য়ে যেত।

সাবু! ওর হাতিয়ার যে করে হোক ফেলে দাও।

এবার তোমার মাথা ধড় থেকে আলাদা করছি।

ব্যস যথেষ্ট হয়েছে।
ওহ্ হ্ হ্

নাও!! কিছু দিনের বেলায় তারাও দেখ।
উঁ উঁ উঁ

এটা কি করছো?
তোমার জন্য এক মহল বানিয়েছি। জাঁহাপনা কে সেখানে পাঠাবার ব্যাবস্থা করছি।

সাবু! পিঁজরার দরজা খোলা আছে, ওকে এর ভেতরে ফেলো।

যান সম্রাট! আপনি ওখানে যান। আপনার জায়গা ঐখানে।

আমি এই শিকগুলো ভেঙে ফেলবো।
তুমি এর একটা শিকও বাঁকাতে পারবেনা। এটা প্রফেসর গোডবলের আবিষ্কৃত এক নতুন মজবুত ধাতু দিয়ে তৈরী।
দেখতে দেখতে মানুষের ভিড় লেগে গেল।
মারো!
মারো!
মশার দল! আমি বেরিয়ে এসে তোদের সবাইকে দেখে নেব!
সেপাই ঝুনিচাঁদ তোমার দায়িত্ব হল এখানে পাহারা দেওয়া যাতে কেউ পিঁজরা খুলতে না পারে।
আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

যাক্ একটা সমস্যা মিটলো।
মাত্র অল্প সময়ের জন্য।

মানে? এটা কি সত্যি না
রাকা ওই অদ্ভুত ধাতুর তৈরী
ভাঙতে পারবেনা?
এটা সত্যি, কিন্তু ওই জালটা তো ওই ধাতু দিয়ে তৈরী নয়? প্রশ্ন হলো যে রাকার মাথায় এই ব্যাপারটা কেমন আসবে?

তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এই শয়তানটা পিঁজরে থেকে বেরোলেই তো মারকাট শুরু করবে।

আমাদের ... গুরু বজ্রদেবের কাছে যেতে হবে। উনি কোনও উপায় বলবেন।

চাচাচৌধরী আর সাবু হিমালয়ের ঘন জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলেন।
গুরু বজ্রদেবের কাছে না গেলে এই সমস্যার সমাধান হবেনা।

ওদিকে...
ঝোগন! আমাদের কথা ছিল যে বাড়ীতে ডাকাতি করা সহজ সেখানে যাব কিন্তু তুমি চাচাচৌধুরীর বাড়ীতে নিয়ে এলে।
বোগন! চাচাচৌধুরী আর সাবু দুজনে বাইরে আছে, বাড়ীতে একলা মেয়েলোককে লুট করা সহজ নয় তো কি?

সমস্ত চোরদের এলাকা গুলোতে প্রচার আছে যে যখন চাচাচৌধুরী বাড়ী থাকেনা তখন ওর বাড়ী বেশী সুরক্ষিত থাকে।

বোগন! তুই বড় ভীতু। তুই বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখ যেন কেউ ভেতরে না আসে। আমি ভেতরে গিয়ে মাল আনছি।

রান্না তো হয়ে গেল। জানি না ওরা কখন ফিরবে?

এই যে! তুমি যাকে খুঁজছিলে সে এসে গেছে। শিগগীর বলো স নগদ টাকা আর দামী গয়না কোথায় রাখা আছে।

যে সব তুমি আলমারিতে পাবে। আলমারিটা ওদিকে আছে!
তুমি আমার কাজ সহজ করে দিলে।

বেকুব মেয়েলোক এটাও জানে না যে আমার কাছে খেলনা পিস্তল আছে সেটাতে মশাও ভয় পাবেনা। ওই যে আলমারি

গররর!
ওহো!

ভোঁ! ভোঁ!
মরেছি!

রকেট এদের দূরে পর্যন্ত তাড়িয়ে আয়।
ভোঁ!

ওদিকে
সর্বনাশ! ফুয়েল মিটারের কাঁটা বলছে যে তেল শেষ।
ট্রাক এখানে ছেড়ে চলো হেঁটে যাই।
এই ভাবে গুরু বড়দেবের কাছে আমাদের পৌঁছাতে দেরী হবে।
নমস্কার চাচাজী! একবার আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষন আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।
ধন্যবাদ বন্ধু! আজ আমাদের কাছে সময় নেই। আমাদের দূরে হিমালয়ের জঙ্গলে যেতে হবে।
তাহলে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন কেন? আপনি আমার হেলিকপ্টারটা নিয়ে যেতে পারেন!
বাঃ ঘন জঙ্গলে এটা সহজে নামতে পারবে। এতে সুবিধেই হবে।

চাচাচৌধুরী হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে গেলেন।
কি সাবু! কেমন লাগছে?
এরকম দুঃসাহসিক যাত্রার আনন্দই আলাদা।

উত্তর দিশায় উড়ছি এক ন্টা হল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা হিমালয়ের জঙ্গলে পৌঁছে যাব।

আমাদের গন্তব্যস্থল ভাল জায়গা। হেলিকপ্টার নামানো উচিৎ।

ভালভাবে নেমেছি। গুরু বজ্রদেবকে জতে কিছু সময় লাগবে।

এটাই বোধহয় বিশ্বের সব চেয়ে ঘন জঙ্গল।

বিশ্বের সব চেয়ে ঘন না হোক অন্তত সব ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা নিশ্চয়।

জানিনা গুরু বজ্রদেব এই জঙ্গলেই থাকা কেন পছন্দ করলেন।

উনি প্রকৃতির কোলে থাকা পছন্দ করেন।

আরে বাবা! আপনি এখানে?

আমরা আপনার কুটীরের দিকে যাচ্ছিলাম।

এই বাসা থেকে পাখির বাচ্চাটা নীচে পড়ে গেছিল। তাই আমি ওকে তুলে বাসাতে এসেছি।
এই বয়সে আপনি যা করেন তা আজকালকার কোনও জোয়ান ছেলেও পারবেনা
এ এখানকার জলবায়ু আর জড়িবুটি সেবনের ফল।

চৌধুরী! হঠাৎ আসার কারন কি?
বাবা, রাকা আবার ফিরে এসেছে আর এসেই চারদিকে মারকাট শুরু করেছে।

তবার তোমাকে আমি এই গাছের ফল দিয়েছিলাম যাতে নুষকে চিরনিদ্রায় ঘুম পাড়াবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এখন মি তা পাবেনা কারণ এই গাছের সব ফল ঝরে শেষ হয়ে গেছে। এই ফল আবার আগামী ফসলে পাওয়া যাবে।

ততদিনে রাকা হাজার হাজার লোক মেরে ফেলবে।

তো এতে আমি কি করতে পারি ?

বাবা! আপনাকে কোনও উপায় বার করতেই হবে। হাজার হলেও মনুষ্য জাতির প্রতি আপনারও তো কিছু দায়িত্ব আছে ?
দাঁড়াও ভাবতে দাও।

এখান থেকে পশ্চিম দিকে গেলে তুমি এক পর্বতমালা পাবে। যে পাহাড়ের মাথায় ত্রিশূল ওয়ালা পতাকা লাগা থাকবে তার নীচে এক গুহা আছে। গুহার দরজা ভারী পাথর দিয়ে বন্ধ আছে। সেটা সরিয়ে ভেতরে গেলে এক মহিলার দেখা পাবে যার নাম শনমো। ও আমার দিদিমা হয়। সে তোমাদের সাহায্য করবে।

হাঃ হাঃ বাবা গতবার তুমি বলেছিলে যে তোমার বয়স হাজারের উপর। তোমার আবার দিদিমা, সে এই দুনিয়ায় কোথায় হবে ?

সাধু! এখানকার চমৎকারী জড়িবুটির গুণে এরা দীর্ঘায়ু হয়েছেন।

াবা! ক্ষমা করো! আমরা ত্রিশূলওয়ালা
র্বতে শলমো দিদিমার কাছে যাবো।

একটা কথা মনে রেখো।
শলমো অদ্ভুত জাদু জানে
আর একটু রাগীও বটে।
তোমার সঙ্গী যেন ওখানে
কোনও বাড়াবাড়ি না করে

তারপর ওরা পশ্চিমদিকে উড়ে
চললো।
এই জঙ্গলের বাসিন্দারা
সবাই খুবই রহস্যময়।

নকক্ষণ ওড়ার পরে ওরা সেই পর্বতমালার ওপরে
পৌঁছাল।

ওই যে
ত্রিশূলওয়ালা
পতাকা। ব্যস
আমাদের ওখানেই
নামতে হবে।

এস আমরা গুহাটা খুঁজি।

ওই যে গুহাটা যার মুখটা পাথর দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এটাকে সরানো সাবু তোমার কাজ।

ওহো এসে যথেষ্ট ভারী

নিন, চাচাজী আপনি ভেতরে যেতে পারেন।

সাবু সামলে! গুহার দরজা তোমার জন্য ছোট পড়বে। কিন্তু গুহার ভেতরটা বড় আছে।

জাদুকরী
দিদিমা।
দাঁড়াও! কিছুক্ষণের জন্য খেলা বন্ধ করতে হবে।
কেন? তুমি হেরে যাচ্ছ তাই?
না! এমন যে হাওয়াটা এল তাতে মানুষের গন্ধ ছিল। নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে।

যাদু কাঠির! যাও যারা ঢুকেছে তাদের বেঁধে আনো।
হাওয়াতে
াদুর
ছড়ি
ঘোরালো।

ওহো এসব কি?

চাচাচৌধুরী আর সাবু কিছু ভাববার আগেই এক অদৃশ্য আকর্ষণ ওদের টেনে নিয়ে গেল।

আমি তোমাদের সাজা দেবার আগে বলো তোমরা কে ? আর লুকিয়ে কেন এখানে ঢুকেছ।
আমি চাইলে এই দড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারি।
হুঁ বলো ?

না, সাবু ধৈর্য্য ধরো।

গুরু বক্রদেব আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন।
ওহো! আমাদের নাতি বক্র তোমাদের পাঠিয়েছে ? তাহলে তো তোমরা আমার অতিথি।

যাদু দড়ি! এদের খুলে দাও।
শনস্মো দিদিমা আবার ছড়ি ঘোরালো।

আমরা মুক্ত হয়ে গেছি!
এবার আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য তোমাকে বলছি।

এমন নয়, দূর থেকে এসেছ। আগে কিছু খাও।

সত্যি এ আমার মনের মতন খাবার।
বলো আমার নাতি বন্ধু কেমন আছে? কত বছর ওকে দেখিনি। হয়তো খুব দুর্বল হয়ে গেছে।

...টেই নয়, আমরা ... গাছে চড়ে থাকতে ...লাম। ওঁর শরীরে ...ও জোয়ান লোকেদের ...ক্তি আছে।
এবার বলো এখানে আসার কারণ কি?

রাকান একজন দয়ামায়া হীন ডাকাত। ও এমন ওষুধ খেয়েছে যাতে ও মরবে না। ও নিরীহ লোকেদের উপর অত্যাচার করছে। আমরা ওকে কোনরকমে এক পিঁজরাতে বন্ধ করেছি। কিন্তু ও যে কোনও সময়ে তালা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে। দিদিমা আমাদের সাহায্য কর।

দেখো যাদু মন্ত্রের ও একটা সীমা আছে। ...মতার। সে সীমা ভাঙা যায় না। কাজেই আমার যাদু রাকার প্রাণ নিতে পারেনা।

কিন্তু, একটা উপায় আছে, এই বোতলটা নিয়ে যাও আর রাকানকে এর মধ্যে বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ এর ছিপি বন্ধ থাকবে ততক্ষণ ও বাইরে আসতে পারবে না।
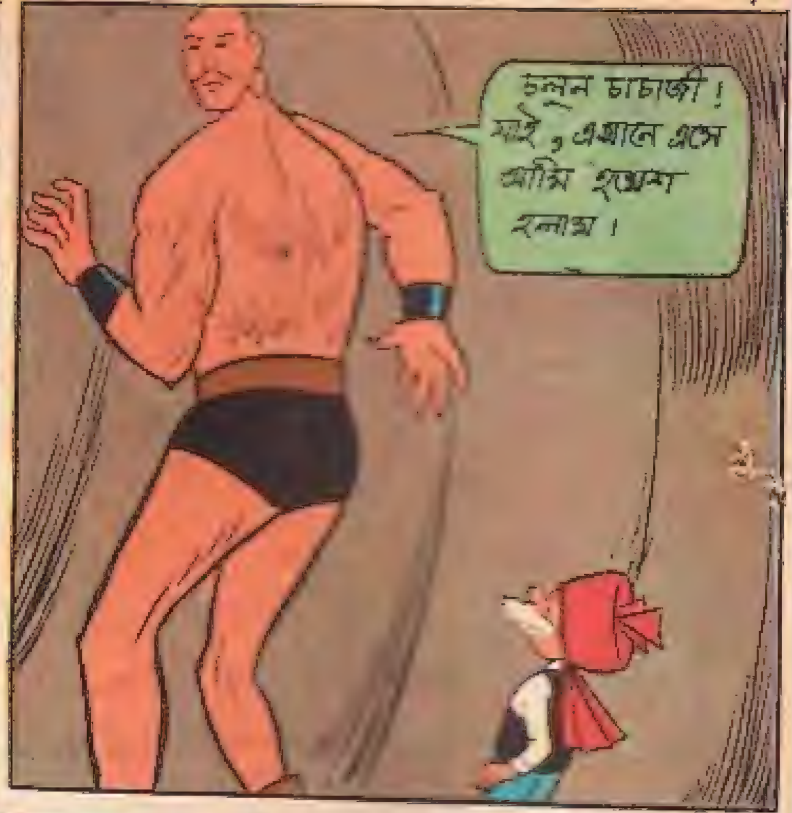
হাঃ হাঃ রাকা কোনও ইঁদুরের নাম নয়। ও লম্বা চওড়া পাহাড়ের মত মানুষ। এত ছোট বোতলের মধ্যে ও কি ভাবে আসবে?

চলুন চাচাজী! যাই, এখানে এসে আমি হয়রান হলাম।

দাঁড়াও! দেখে যাও পাহাড়ের মত লোক কি করে এই বোতলের মধ্যে ঢুকতে পারে।
শানশো পিসিমা আবার যাদুর ইশারা করল।

ওহো! আজব ব্যাপার?

এস!
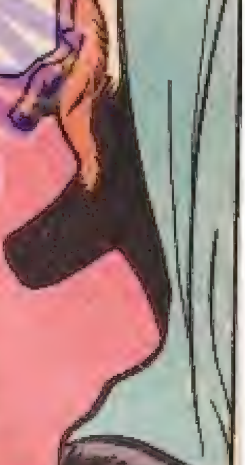
প্রায় বুঝেছ কি করে এত বড় মানুষ বোতলে ঢুকে যায়? যদি আমি ছিপি লাগিয়ে দিই তাহলে বাকী জীবন তোমার এর ভেতরেই কেটে যাবে।
দিদিমা, এরকম করোনা। আমি সাবুর তরফ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।
ও কিছু নয়। ও তো বাচ্চা, আমার নাতি বজ্রও ছোটবেলায় এরকম খুব দুষ্টু ছিল।
চলো বেরোও বাইরে।
ধন্যবাদ! তুমি তো আমার দম বন্ধ করে দিয়েছিলে।
হাঃহাঃ!
দিদিমা একটা কথা বলো? তোমার বয়স কত?
আবার অভদ্রতা করছো? জানো না মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই।
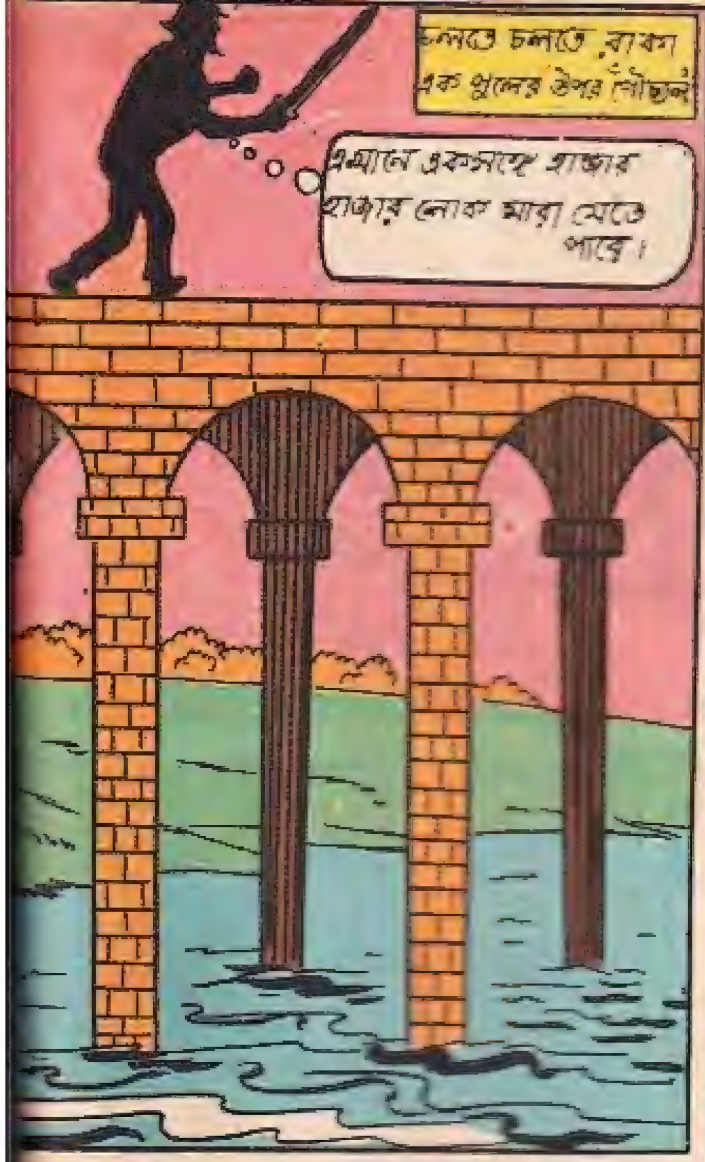
আচ্ছা দিদিমা! আমরা এখন আসি। আশাকরি আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হব।
যদি রাকার একটা চুলও এর ভেতরে ঢোকে তাহলে রাকার শরীর বোতল নিজেই টেনে নেবে।
চাচা চৌধুরী আর সাবু জেরা শহরের দিকে রওয়ানা হল।
হেলিকপ্টারের পাখা-গুলো জোরে হাওয়ার ঝাপটা মারছে।
ওদিকে...
রাকা বসে কি ভাবছে?
এটাই যে বাকী জীবন এই পিঁজরের ভেতরে কি ভাবে কাটাবো?
কিন্তু রাকা আর কিছু ভাবছিল।

ঞ্জরের তালাটা হঠাৎ বাবার মনোযোগ আকর্ষণ
রলো।
এটাকে তো
আমি
ভাঙতে পারি

হো-রে-রে-রে কি করছো?
লা ছেড়ে দাও। তানাহলে আমি
গুলি করবো।

টাক!
তালাটা ভেঙ্গে
টুকরো হয়ে গেল

ধাঁয়!

ধাঁয়!
ছুঁচো!
চাচাচৌধুরী যতক্ষণ না তুমি নিজে আমার কাছে আসছ ততক্ষণ আমি নরসংহার করতে থাকবো।
আমার তলোয়ার!
আর রাকার পা যেখানেই পড়ল সেখানেই লাশ ছড়িয়ে গেল।

চলতে চলতে রাবন
এক পুলের উপর পৌঁছাল
এখানে একসঙ্গে হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে।
এই পুলের ওপর দিয়ে রেলগাড়ী যায়। যদি এটাকে ভেঙ্গে দিই তাহলে ?
এই গুড়িটা আমার কাজে লাগবে।
লী হাতের
পুল
শুরু
না।
মড়াক!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আসতে দেখা গেল।

আমি কয়েক দিনের জন্য ছুটি কাটাতে কাশ্মীর যাচ্ছি।

এটা আমার বিজনেস ট্যুর।

হাঃ হাঃ সবাই জলে ডুবে মরে গেছে।

এবার এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।

স্বামী! আমি বার্থডে কেক কিনে নিয়েছি।
আমি শাড়ী আর কিছু কাপড় কিনেছি
?
HOTEL
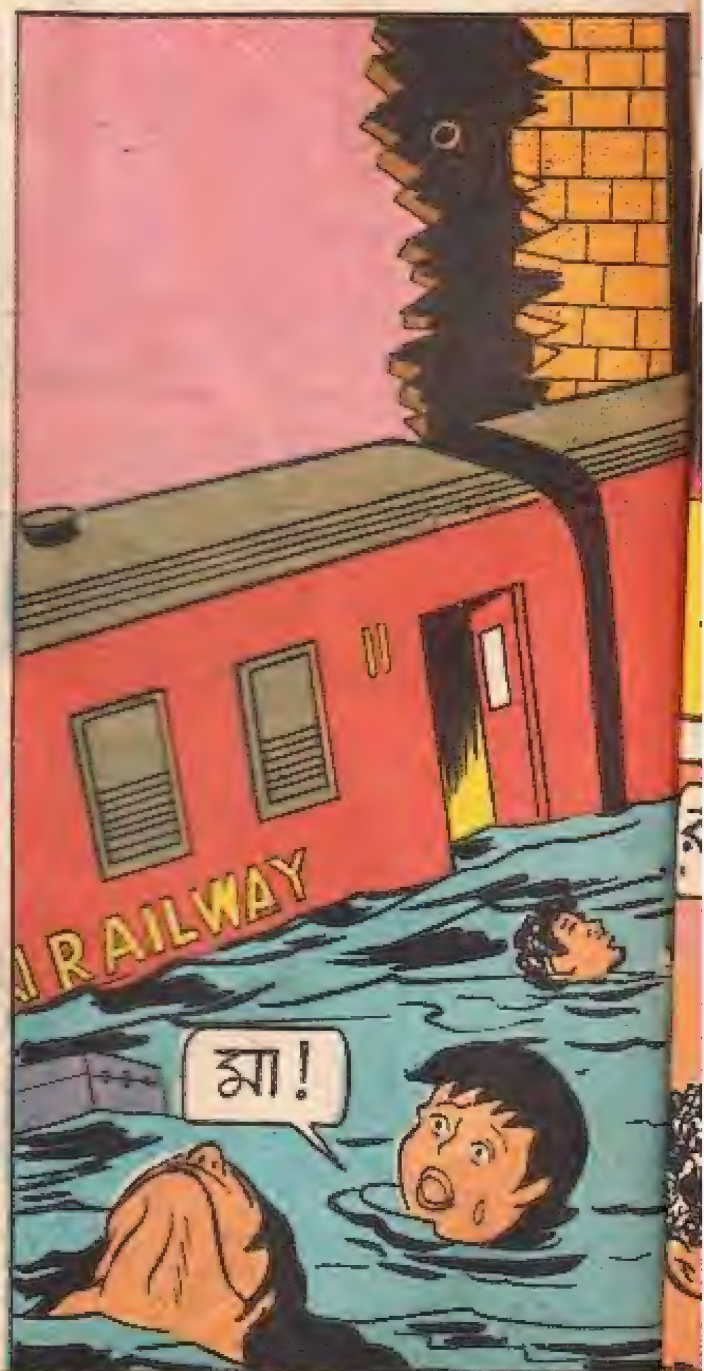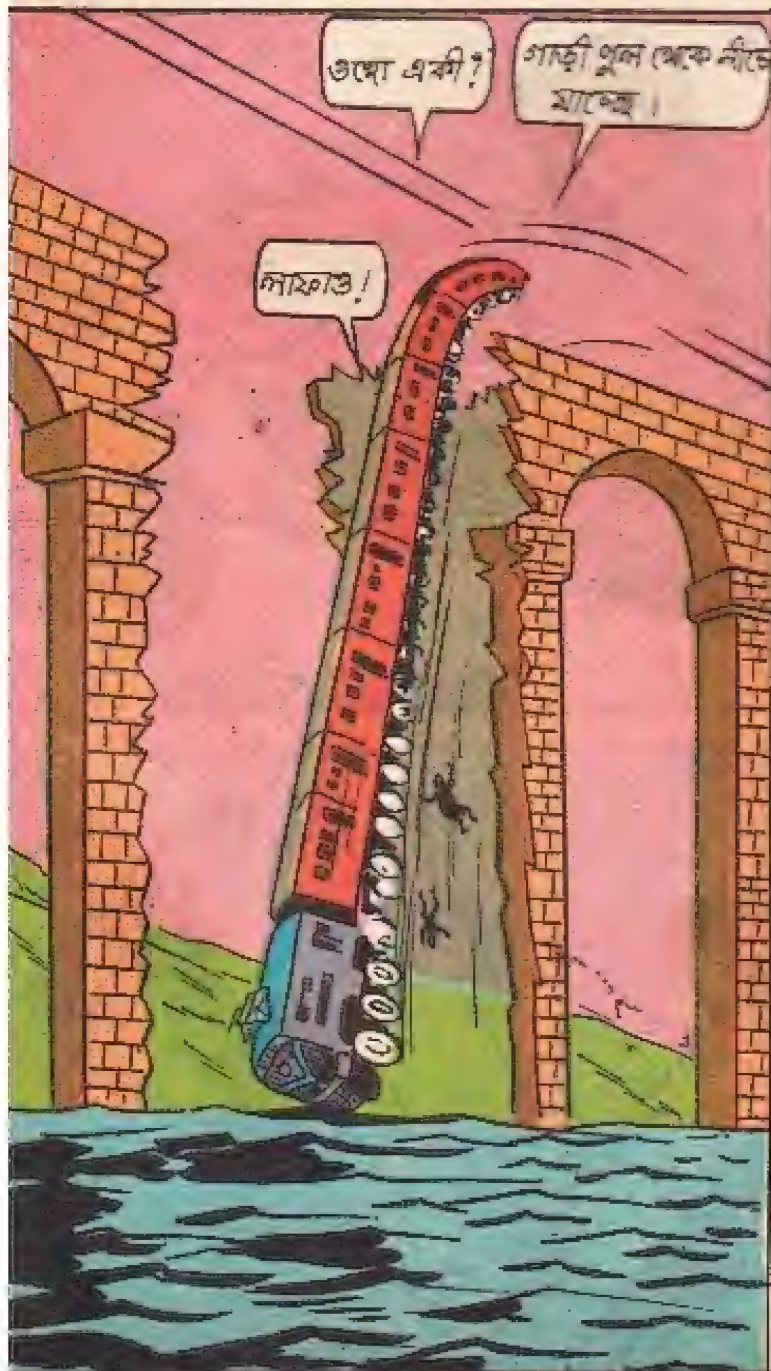
পালাও!

প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সবাই দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো।
CLOT

মানুষ শেষ পর্যন্ত পালাবে কোথায়? বাবার তলোয়ার ওদের ওপর পড়তে লাগলো।

আহ! আমার হাত!
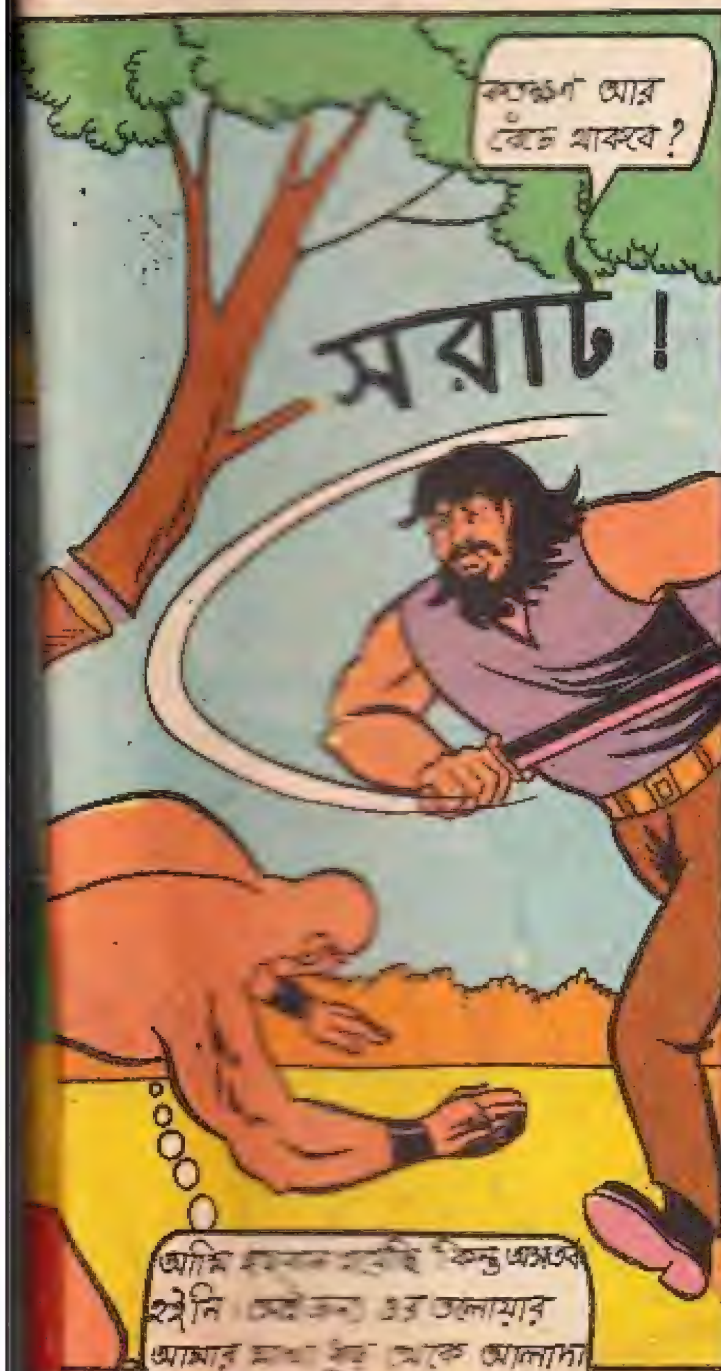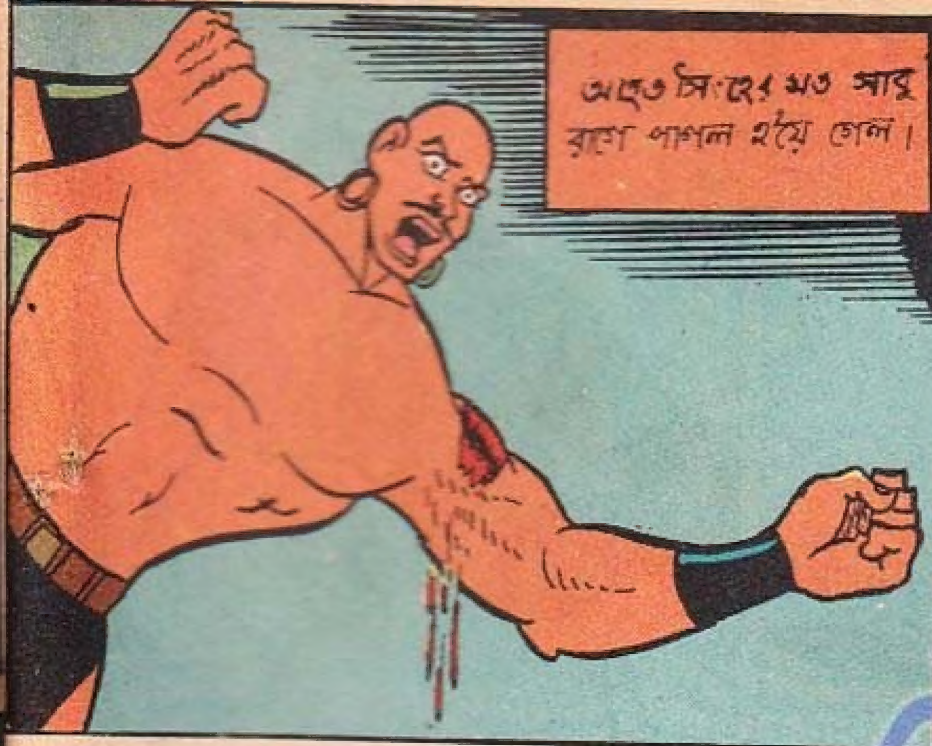
হ্যাঁ, ওই যে শয়তানটা। শহরের বাইরেই পাওয়া গেছে। বোধহয় কাজ সেরে ফেরৎ যাচ্ছে।
নামো ভীরুরা! আমার লুকিয়ে ?
তোমরা ভাবছ আকাশে তোমরা বেঁচে থাকবে কেননা আমি সেখানে পৌঁছাতে পারবোনা ? কিন্তু মনে রেখো যতক্ষণ না তোমরা নীচে নামছো ততক্ষণ আমার তলোয়ার রক্ত ঝরাবে।
রাত আসি।
বুড়ি! আর তোকে কষ্ট করতে হবেনা। রাজা তোর কষ্ট নিবারণ করতে এসেছে।

ভীতু কোথাকার! অসুস্থ মেয়ে-মানুষকে মারতে চাস। দাঁড়া আমি আসছি
আহ-হ!
এতদিন তোমরা কোনও না কোনও চালে বেঁচে গেছ। কিন্তু আজ তোমাদের শেষ দিন।
আমি আজ তোর কোন গতি করবই।

ঘটাক!
রাকা যখন রাগে তখন পৃথিবীর সব প্রাণী কেঁপে ওঠে।
কতক্ষণ আর বেঁচে থাকবে?
সরাট!
ওই শয়তানটা নিরস্ত্র আবুর ওপর খালি আঘাত করেই চলেছে। এই স্ক্রু-ড্রাইভারের খোঁচা যদি ওর কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।
চাচা চৌধুরী গায়ের জোরে ওটা রাকার পায়ে ফুটিয়ে দিলেন
আমি অমর হয়েছি কিন্তু এখনও হইনি। সেই জন্য ওর তলোয়ার আমার মাথা ধড় থেকে আলাদা

রাকা ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল।
যা পালা, দুই সিংহের লড়াইয়ের মধ্যে মশার কি কাজ ?

চাচাচৌধুরী দূরে শুকনো ঘাসের ঢিপির ওপর গিয়ে পড়লেন
ধপাস !

ইশ্ বোতলটা ঘাসের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। ওটা খোঁজা খুব দরকার।

ফটাক !
এইবার রাকার তলোয়ার সাবুর কাঁধের উপরটা কেটে বেরিয়ে গেল। সাবুর কাঁধ থেকে রক্ত বইতে লাগলো।

অদ্ভুত সিংহের মত সাবু রাগে পাগল হয়ে গেল।

আর সাবুর রাগ হলে কোথাও আগ্নেয়গিরি ফেটে যায়।

ধড়াক
ওহ!
এই হলো বাঁহাতি আমার কাঁধ জখম করার জন্যে।

শটাক!
আর এই হলো ডান হাতের মার।

মাথা ঘুরে চিৎ হয়ে পড়লো।

ওহো!
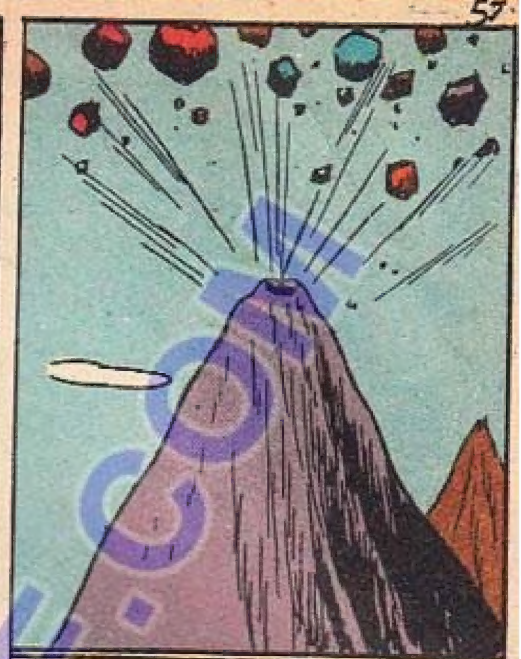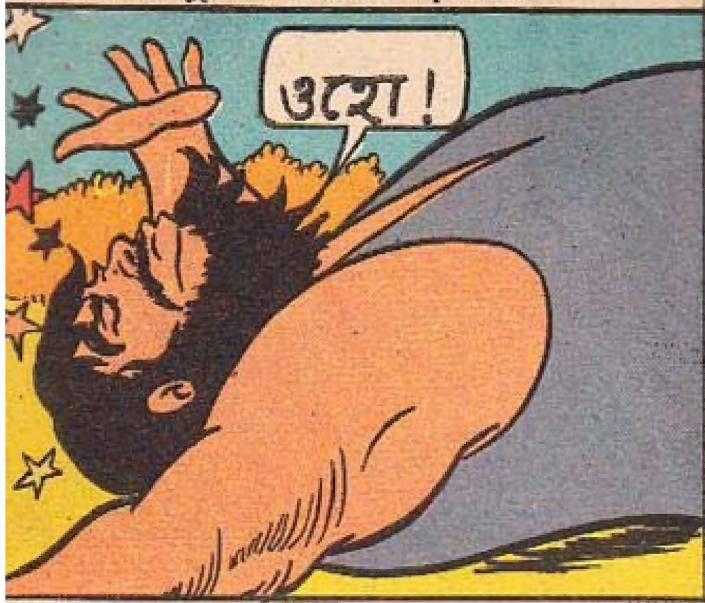
চাচাজী বোতলটা দিন, এই জংলী জানোয়ারটাকে বন্ধ করে দিই।
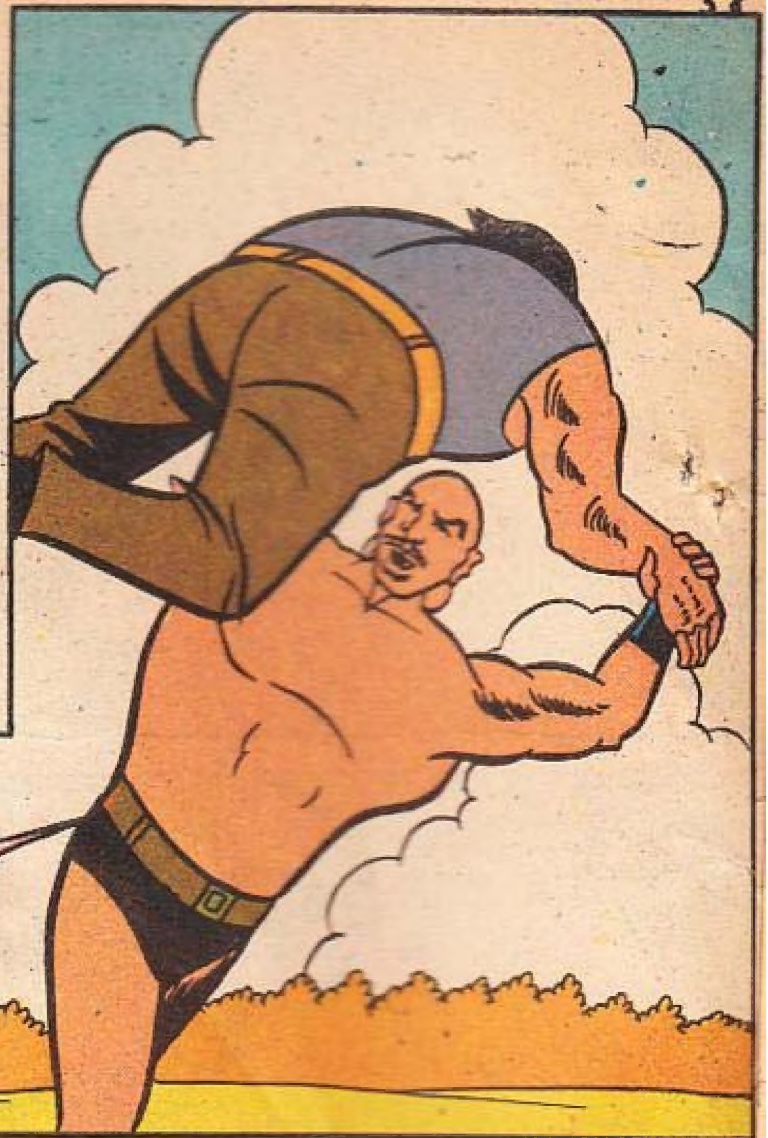
আঃ হাঃ পেয়েগেছি দিদিমার দেওয়া বোতল।
সাবু আমি এসে গেছি। এখন তুমি ঐ পিশাচটাকে ফ্যালো।
ওহো!
নিন্ !
হাত বোতলে ঢুকে গেছে। বাকী শরীরও ভেতরে ঢুকছে।
আমায় বের করো! আমায় বের করো!
এখন থেকে আপনি ভেতরেই থাকবেন।
এই বোতলটার কি করা যায় ?
আমার মতে মাটিতে গর্ত করে এটাকে পুঁতে দেওয়াই ভাল তাহলে ছিপিও খুলবেনা আর রাকাও কোনওদিন বাইরে আসতে পারবেনা

কয়েকমিনিটের মধ্যেই গর্ত খোঁড়া হয়ে গেল।
সাবু! ব্যস যথেষ্ট।

যাও রাকা তুমি বেঁচে থাকবে কিন্তু মাটির নীচে সেখানে তুমি অত্যাচার করতে পারবেনা।
আমাকে বের করো।

গর্তে মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হল।
চলো! ঘরে যাই তোমার কাকী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

মা আজ তো দেওয়ালী নয় তাহলে লোকে ঘরে ঘরে বাতি জ্বেলেছে কেন?
কারণ শয়তান রাকাকে আজ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে!